জনসমুদ্রে ভাড়া করা মানুষ...

জনসভাকে কেন্দ্র করে প্রধান দুটি দলই মানুষ জোগাড়ের প্রতিযোগিতায় নামে। টাকার বিনিময়ে ভাড়া করে জনসভায় নিয়ে আসে মানুষ। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির শেষ নির্বাচনী জনসভায় উপস্থিত ছিলেন...

প্রতিবেদক **বদরুদ্দোজা বাবু** ও ফটোগ্রাফার **এন্ড্রু বিরাজ**

২৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার। ঐতিহাসিক পল্টন ময়দান। বিকাল তিনটা। বিশাল জনসভার জন্য প্রস্তুত আওয়ামী লীগ। এটাই ছিল আওয়ামী লীগের শেষ নির্বাচনী জনসভা। সবাই চেয়েছিলেন সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষে সমাবেশ ঘটবে পল্টন ময়দানে।

তিনটার আগে থেকেই মানুষের আসা শুরু হয়। দেখতে দেখতে মঞ্চের সামনের জায়গাটুকুও মানুষের ভরাট হয়ে যায়। শেখ হাসিনার ভাষণ শোনার জন্য নড়াইল থেকে আসেন মুক্তিযোদ্ধা নওয়াব আলী। তিনি শুনতে চান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী কি বলেন। নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে নওয়াব আলী এসেছিলেন পল্টন ময়দানে। এক কোণায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা

২০ টাকাই জুগিয়েছে তাদের মিছিলে আসার উৎসাহ

করছিলেন কখন নেত্রী এসে শোনাবে তার বক্তব্য।

সমাবেশে আসা নওয়াব আলীর মতো লোকজনের সংখ্যা খুবই কম। সমাবেশের শেষ পর্যন্ত এই প্রতিবেদক খুঁজতে থাকে সমাজের এই শ্রেণীকে, যারা শুধুমাত্র কৌতূহলের কারণে নেতা-নেত্রীর বক্তব্য শুনতে এসেছে। স্টেডিয়ামের নিচে দাঁড়ানো লোকজনদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষ ছিল যারা আশপাশ এলাকায় বিভিন্ন অফিসে কাজ করে। বাড়ি ফেরার পথে দাঁড়িয়ে পড়েন এইখানে। তাহলে সমাবেশটি কিভাবে জনসমুদ্রে পরিণত হলো।

আওয়ামী লীগের জনসমাবেশ নির্ধারিত সময়ের প্রায় দুই ঘন্টা পরে শুরু হয়। এই অপেক্ষা শুধু নেত্রীর কারণে নয়, যাদের জন্য এই তাদের জন্যও। শেখ হাসিনার বক্তৃতা শেষ হয়ে যাওয়ার পনের মিনিট পরে বাড্ডা থানার একটি মিছিল এসে পৌঁছে জনসমাবেশে। যুবলীগের একজন নেতার সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল, তাদের মানুষ জোগাড় করতে সময় লাগার কারণে এই অনাকাঙ্ক্ষিত দেরি। জনসমাবেশে প্রথম একটি ছোট মিছিল নিয়ে আসে ঢাকা-৯ আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী মকবুল হোসেন। তার পেছনে ছিল ৩০-৪০ জনের মত সাধারণ মানুষ। এরা সবাই 'সিকদার মেডিক্যাল কলেজের কর্মচারী। হারুন তাদের একজন। এদের মধ্যে কয়েকজন আওয়ামী লীগ করলেও বেশির ভাগ কোনো দলের মতাদর্শী নয়, বাধ্য হয়েই তাদের এ জনসভায় আসতে হয়েছে। 'সিকদার সাহেব আমাদের আসতে কইছেন'- বললেন হারুন। মেডিক্যালের তিন মাইক্রোবাস ভর্তি করে তারা এসেছেন। মকবুল জনসভায় আসার আগে নিয়ে আসে তাদের। সভা শেষে সবাই চা-পানের পয়সা পাবেন- এই রকমই কথা হয়েছে তাদের সঙ্গে। মকবুলের এই মিছিল আসার আধা ঘন্টা পরই একের পরে এক বিশাল মিছিল আসতে শুরু করে জনসভায়। গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যায় মঞ্চের দিকে। পাঁচ হাজারের বেশি মানুষ আসে মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে। প্রশ্ন হলো এরা সবাই কি আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ছিল? মিছিলের প্রথম সারিতে ওয়ার্ডের নেতাদের দেখা পেলেও মাঝে ও শেষ দিকে থাকে ভাড়া করা মানুষ। নেতারা শুধু মিছিলে মোবাইল হাতে হাঁটে আর গলা ফাটায় এসব ভাড়া করা মানুষ। মোহাম্মদপুর থেকে বড় মিছিলটি আসে জেনেভা ক্যাম্প থেকে। বিহারিরা মাথা প্রতি ২০ টাকা হিসাবে যোগ দেয় জনসমাবেশে।

রমনা-তেজগাঁও এলাকার ৩৮ নং ওয়ার্ডে একটি বিশাল মিছিল আসে। হাজারের ওপরে লোকের সমাগম হয় মিছিলটিতে। এই লোক আনার দায়িত্বে ছিলেন কমিশনার শেখ মজিবুর রহমান। তার ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগের ২০টি নির্বাচনী ক্যাম্প হয়েছে। এই ক্যাম্পগুলোতে প্রতিদিন ৫০০ টাকা চা-নাশতার খরচ দেওয়া হয়। ক্যাম্পগুলোর মাধ্যমে লোক সংগ্রহ করা হয়েছে। বস্তি, দোকানের কর্মচারী, কলেজে পড়া ছাত্রদের ৮/৯টি গাড়িতে করে নিয়ে আসা হয়েছে জনসমাবেশে। ৫০০ টাকা করে প্রতিটি গাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। এই টাকা কোথা থেকে আসে প্রশ্ন করলে কমিশনার বলেন, 'প্রার্থী এই খরচ দেয়। আমাদের নিজের পকেট থেকেও খরচ করি। তবে দল থেকে কোনো খরচ আসে না।' জনপ্রতি ৩০ টাকা হিসাবে এক হাজার মানুষের জন্য ৩০ হাজার টাকা খরচ। এছাড়া নেতাদের খরচ, গাড়ি ভাড়া তো আছেই। জানা যায়, দলীয় সভানেত্রীকে নিজের সমর্থন দেখানোর জন্য ডা. ইকবাল শুধু এই সমাবেশে মানুষ জোগাড়ের জন্য প্রায় ১৫ লাখ টাকার মতো খরচ করেছেন। রামপুরা এলাকার মানুষ সংগ্রহের দায়িত্বে ছিলো ৬ নং ওয়ার্ডের কমিশনার লেয়াকত আলী। তিনিও হাজারের মত মানুষ নিয়ে আসেন জনসভায়।

ঢাকা-১১ আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী কামাল আহমেদ মজুমদারের অবশ্য মানুষ সংগ্রহের জন্য এত টাকা খরচ করতে হয়নি। তিনি মিরপুরে তার গার্মেন্টস ছুটি দিয়ে দিয়েছেন জনসভা উপলক্ষে। তবে তাদের

'দল-বল বুঝি না... ভাই কইছে তাই মিছিলে আইছি'

ওপরে নির্দেশ ছিল জনসভায় যোগ দেওয়ার। পল্লবী থানার হয়ে তারা মিছিলে যোগ দেয়। মিরপুর-১১ নম্বরের কয়েকটি বস্তি থেকে ১০/১২ গাড়ি লোক আসে। সবগুলো গাড়ি মিরপুর ১২ নং বাসস্ট্যান্ডের। মাত্র ২০০ টাকার বিনিময়ে নেতারা প্রতিটি গাড়ি ভাড়া করে। এ প্রসঙ্গে বাসের ড্রাইভার মোকাম্মেল বলেন, 'নেতারা কইলে কি করার আছে। ইচ্ছা না থাকলেও আইতে হয়। না আইলে পরে গাড়ির গ্লাস ভাইঙ্গা ফালায়।' জানা যায়, মিরপুর থেকে পল্টনের জনসভায় আসার জন্য প্রতিটি গাড়ির ভাড়া হিসাবে নেতারা কামাল আহমেদ মজুমদার থেকে এক হাজার টাকা পেয়েছেন।

এরা কি অষ্টম সংসদের ভোটার?

ঢাকা-৬ আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী সাবের হোসেন চৌধুরীর সমর্থনে কয়েকটি মিছিল আসে পল্টন জনসভায়। খিলগাঁও, সবুজবাগ, বাসাবো, এসব এলাকার দিনমজুর মানুষের সংখ্যাই ছিল বেশি। ঢাকা-৪ আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী হাবিবুর রহমান মোল্লা খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি। জনসভার স্থান একটু দূরে হওয়ার কারণে এবং টাকা না দেওয়ায় তার সমর্থনে মিছিলে মানুষের সংখ্যা কম ছিল।

খালেদা জিয়ার ডামি

মেয়রপুত্র সাঈদ খোকন এবার আওয়ামী লীগ প্রার্থী হয়েছেন। তিনি তাকে মনোনয়নের যৌক্তকতা প্রমাণ করেন জনসভায় অধিক মানুষের সমাগম ঘটিয়ে। জনসভা উপলক্ষে মানুষের মধ্যে বিলান তার ছবি সংবলিত গেঞ্জি। কসাইটুলীর দিনমজুরদের গেঞ্জি পরিয়ে পল্টন ময়দানে হাজির করেন। জানা যায়, কসাইটুলী থেকে আসা প্রত্যেক মাথা পাবে ৫০ টাকা করে। বংশালের খলিলুর রহমান ও আব্দুর রশিদ পেশায় ভ্যানচালক। এলাকার নেতাদের কথায় জনসভায় যোগ দিয়েছেন। ৬৮ নং ওয়ার্ডের যুবলীগ সাধারণ সম্পাদক বাঁধন আইসক্রিম খাওয়াচ্ছিলো তার কথায় আসা কয়েকজনকে। তিনি ৫০ জনকে নিয়ে এসেছেন। গাড়ি ভাড়া, খাওয়া খরচ সবই তার পকেট থেকে গেছে বলে তিনি দাবি করলেন। অথচ তিনি কোনো কাজই করেন না। ৬৬ নং ওয়ার্ডের মঈজুলাল ৫০ টাকা পাবার আশায় এ সমাবেশে এসেছেন। তিনি বলেন, 'বিকাল থাইক্যা কোনো কাম নাই। বইয়া থাকনের তন ৫০ টাকা কামান ভালা।'

কামরাঙ্গীর চর থেকে প্রচুর মানুষ নিয়ে এসেছেন হাজী সেলিমের অনুসারীরা। ঢাকা-৮ আসন থেকে জনসমাবেশে মিছিল আসে শেখ হাসিনা যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। হাজী সেলিম গাড়ি নিয়ে জনসভাবেশের মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়েন। আর তার চারপাশ জুড়ে ছিল কয়েক লাখ টাকা খরচ করে আনা মানুষ।

শেখ হাসিনার বক্তৃতা না শুনে এরা বিভিন্ন

টাকা ছড়ালেই সভা পরিণত হয় জনসমুদ্রে

স্লোগানে মুখরিত করে রাখছে চারপাশ। সাঈদ খোকনও ছিলেন চারপাশে। ৯ নং ওয়ার্ড থেকে বিশাল মিছিল আসে। এই মিছিলে আসা হাবিবের কাছে জানতে চাইলাম জনসভায় আসতে কেন দেরি হয়েছে? তিনি বলেন, 'আরে মিয়া সবাই নওয়াব। হালাগোর টাকা দেওয়ার পরেও সময় মত আহে নাই। আর মিছিলে তো আইছে হাইটা। দেরি হেরলাইগ্যাই হইছে'। গাড়ি ভাড়া না লাগার কারণে এই ওয়ার্ডের সবাই একটু বেশি টাকা পাচ্ছে। ৮'শ মানুষের মধ্যে যারা বস্তি এলাকায় থাকে তারা পেয়েছে ২৫ টাকা করে। আর যারা একটু নেতা গোছের তারা পাঁচশ টাকা।

আওয়ামী লীগের ঢাকা-৫-এর প্রার্থী রহমত উল্লাহও জনসভায় এনেছেন কয়েক হাজার মানুষ। বাড্ডা থানার একটি মিছিলে লোক আসে ১২শ'-এর মত। বেশির ভাগই বাড্ডা বস্তির ভাড়া করা মানুষ। এদের অবশ্য চা-নাস্তা খাওয়ানোর চুক্তিতে নিয়ে আসা হয়েছে।

২৯ সেপ্টেম্বর। নয়াপল্টনে বিএনপি'র শেষ নির্বাচনী জনসভা। বিকাল তিনটায় শুরু হবার কথা থাকলেও মানুষ আসতে শুরু করে দুইটা থেকে। ভিআইপি সড়কে তখন থেকেই জ্যামের সৃষ্টি হয়।

'বইয়া থাকনের তন ৫০ টাকা কামানো ভাল'

কাকরাইলের মোড়ে সমস্ত যানবাহনকে আটকে দেওয়া হয়। রমনা ও মিরপুর থেকে আসা বাসগুলো দাঁড়িয়ে পড়ে সেখানেই। কাওরান বাজার থেকে তিনটি ট্রাক এসে থামলো হোটেল ঈশা খাঁ রাজমনি'র সামনে। ট্রাক চালক মজনুর সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল ট্রাক তিনটিকে নিয়ে আসা হয়েছে তেজগাঁও বাস স্ট্যান্ড থেকে। আওয়ামী লীগের নেতারা পাঁচশ' টাকার কথা বলে নিয়ে আসলেও তাদের শুধু নামিয়ে দেওয়ার জন্য ভাড়া দেওয়া হয়েছে তিনশ' টাকা। এজন্য ড্রাইভাররা একটু ক্ষোভও প্রকাশ করলেন। ট্রাকে নিয়ে আসা লোকেরা জড়ো হচ্ছে হোটেলের সামনে। একজন নেতাকে কেন ঘিরে রেখেছেন প্রশ্ন করতে তিনি বলেন 'ঘিরা না রাখলে এদিকে ওদিক চলে যায়। পরে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না।' এদের মধ্যেই কলিমউদ্দীন সিগারেট কেনার নাম করে একপাশে চলে এলেন। তিনি ট্রাক স্ট্যান্ডের মুদি দোকানদার। তিনি বলেন, 'দোকান বন্ধ কইরা এইখানে আইছি। চা-নাস্তা খাওয়ার পয়সা দিয়া আমার পোষায় না। নেতাগো মুখ রক্ষা করার লাইগ্যা এইখানে আইছি'।

শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আসা মিছিল দৌড়াচ্ছে মঞ্চের দিকে। চারপাশে জনারণ্য। প্রার্থীর ব্যানার, পোস্টার হাতে চিৎকার ছুড়ছে আকাশে বাতাসে। ঢাকা-৯ আসনের প্রার্থী খন্দকার মাহবুব উদ্দিনের সমর্থনে মোহাম্মদপুর থানা থেকে একটি বড় মিছিল আসে। মিছিলে প্রায় দেড় হাজারের মত লোক। এদের বেশির ভাগই বিএনপির বস্তির মানুষ। এদের ভাড়া করে আনা হয়েছে। আওয়ামী লীগ প্রার্থী মকবুল হোসেনের সমর্থনে যে মিছিলটি জনসমাবেশে আসে সেখানেও বিএনপি বস্তির ভাড়া করা লোকের সংখ্যা বেশি ছিল।

বিএনপি বস্তিতে ১৩ হাজারেরও ওপরে ভোটার। তাই দুই প্রার্থীর চেষ্টাও এই বস্তিকে ঘিরে। জনসমাবেশে তাদের উপস্থিতি বাড়িয়ে দুই প্রার্থীই চেয়েছে তাদের ভোটের হিসাব বাড়াতে। বস্তির মানুষ বেশির ভাগই দিনমজুর। প্রতিদিন দিনমজুরি করে যা আয় হতো, তার চেয়ে এখন বেশি আয় হচ্ছে তাদের। খায়রুল তাদের একজন। রিকশা চালানো বাদ দিয়ে এখন দুই প্রধান দলের নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ গ্রহণ করছে। মিছিল, জনসভায় লোকের যোগান দিয়ে প্রতিদিন তার একশ' টাকার ওপরে আয়। বিএনপি জনসভার জন্য সে ২২ জন মানুষ জোগাড় করেছে। সবাইকে ৩০ টাকা করে দেবে। নিজে পাবে ২০০ টাকা। ওই ওয়ার্ডের একজন যুবদল নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'সেন্ট্রাল থেকে কোনো টাকা পাইনি। মাহবুব ভাই টাকা দেওয়ার দেয়।'

ট্রাকে আসা কাওরান বাজারের ভাড়া করা মানুষ

কাওরান বাজার থেকে মানুষ ভর্তি একটি চেয়ার কোচ এসে থামে কাকরাইলে। ড্রাইভার জানালেন, রামগঞ্জ যাবার জন্য তিনি কাওরান বাজার থেকে গাড়ি ছেড়েছিলো। গাড়িতে তখন যাত্রী ছিলো। কিন্তু নেতাদের চাপে তিনি মিছিলের মানুষ ওঠাতে বাধ্য হন। ৩৯ নং ওয়ার্ডের লোকজন আসে এ গাড়িতে। তেজগাঁও থানা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান জানান, এরা সবাই কাওরান কাঁচা বাজারের ব্যবসায়ী। বিকালের দিকে বাজার খুব একটা জমে না দেখে তাদের নিয়ে আসা হয়েছে জনসমাবেশে।

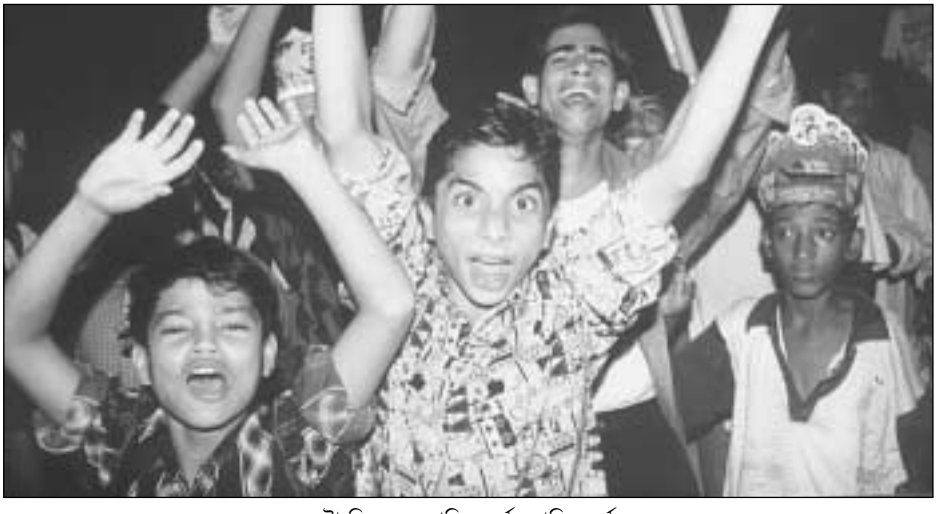

এটা কি দলের প্রতি সমর্থন নাকি অর্থের?

ভাড়া করা মানুষ নিয়ে মঞ্চের প্রাণে

মঞ্চে ঢাকা থেকে দাঁড়ানো বিএনপি'র প্রার্থীরা একে একে বক্তৃতা দিচ্ছেন। ঢাকা-১১ আসনের প্রার্থী এস এ খালেক বক্তৃতা শেষ হবার অনেক পরে তার এলাকার সবচেয়ে বড় মিছিলটি আসে। ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ী খালেকের ভোট ব্যাংক হচ্ছে গাবতলী ও হরিরামপুর এলাকা। গাবতলী থেকে যে মিছিলটি জনসমাবেশে এসেছে তার বেশির ভাগই বাস স্ট্যান্ডের শ্রমিক। খালেক এন্টারপ্রাইজ-এর শ্রমিকদের জনসমাবেশ উপলক্ষে খালেক ছুটি দিয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন গাড়ির শ্রমিকরাও জনসমাবেশে আসে। মাসুম স্ট্যান্ডের চা বিক্রেতা। শ্রমিক নেতা কবিরের নির্দেশে তিনি এসেছেন।

নেতা খুশি হয়ে টাকা দিলে নেবেন। তা না হলে স্ট্যান্ডে গেলে রাতের খাবারে খরচ নিয়ে নেবেন। হরিরামপুর থেকেও একটি বিশাল মিছিল এসেছে। মিরপুর থানার

ব্যানারে যে মিছিলটি আসে তাতে ছাত্রদের সংখ্যাই বেশি। এরা সবাই বিভিন্ন ওয়ার্ডের নির্বাচনী ক্যাম্পের কর্মী। ৬ নং ওয়ার্ডের 'ট' ব্লকের যুবদল নেতা সালাম জানায়, প্রতিদিন তাদের ক্যাম্পে চা-নাস্তার খরচ বাবদ ৫০০ টাকা পায়। আর এই জনসভার জন্য তারা বাড়তি কোনো টাকা পায়নি। ১১ নং ওয়ার্ড থেকে আসা মিছিলের বেশির ভাগ মানুষ ইটভাটার শ্রমিক। শ্রমিক সালাউদ্দীন বলেন, আমগো প্রায় ৫০ জনের মতো শ্রমিক আইছে সভায়। কইয়া আনছে যা খাইতে চাই খাওয়াইবো।'

ক্ষুদে রাজনীতিবিদদেরও আগমন ঘটে জনসভায়

রমনা-তেজগাঁও এলাকার মেজর মান্নানের সমর্থনে বেশ কয়েকটি মিছিল আসে। চৌধুরী পাড়া থেকে মহিলাসহ একটি মিছিল আসে। মিছিলে প্রায় ৬০০-এর মত মানুষ। কথা বলে জানা গেল এরা সবাই গার্মেন্টস কর্মী। চৌধুরী পাড়া 'সাকুরা' গার্মেন্টসটি মেজর মান্নানের। জনসভা উপলক্ষে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি সবাইকে জনসভায় যোগ দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ঢাকা-৬ আসনের বিএনপি প্রার্থী মীর্জা আব্বাসের সমর্থনে জনসভায় প্রথম থেকেই ছোট ছোট মিছিল আসতে শুরু করে। ৩২ নং ওয়ার্ডের একটি মিছিলে অধিকাংশই ছিল টোকাই। কালু রাজারবাগ এলাকার ছোট খাটো মাস্তান। তার নেতৃত্বে আসে ৪০ জনের মত টোকাই। প্রতিদিন সে তিনশ' টাকা করে পায় এদের চা-নাস্তার খরচ বাবদ। কালু জানায় সে জনসভা উপলক্ষে কোনো টাকাই পায়নি। তবে মিছিলের শেষে ক্যাম্পে রাতে টাকা আসতে পারে।

লালবাগ আসন থেকে নাসির উদ্দীন পিন্টুর সমর্থনে মিছিল আসলেও তিনিও হাজী সেলিমের মত কামরাঙ্গীর চর থেকে ভাড়া করা মানুষ নিয়ে এসেছেন। জনপ্রতি ১৫ টাকা হিসাবে ১২শ' মানুষ আসে তার সমর্থনে।

সাদেক হোসেন খোকা (ঢাকা-৪) সালাউদ্দীন আহমেদ (ঢাকা-৭) নেতৃত্বেও অনেক মিছিল আসে। জনসভায় ভাড়া করা মানুষের প্রাধান্যই ছিল বেশি।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই সব জনসভায় এখন মানুষের কমতি নেই। অর্থের বিনিময়ে দরিদ্র মানুষদের ভাড়া করেছে উভয় দলই। এই মানুষ দিয়েই দুই দলের জনসভাকে পরিণত জনসমুদ্রে। রাজনৈতিক জনসভায় কেন্দ্রীয়ভাবে মানুষ ভাড়া করা হয়। এই মানুষের টাকা দেওয়া হয় দল থেকে। কিন্তু এখন বিভিন্ন এলাকায় প্রার্থীরা তাদের নিজেদের স্বার্থে জনসভায় মানুষ যোগাড় করে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র দুই জনসভায় এমন অনেক মানুষ পাওয়া গিয়েছে যারা দুই সভায় অংশ গ্রহণ করেছেন। তাদের একজনের বক্তব্য, 'আমরা রাজনীতিবিদদের সঙ্গে রাজনীতি করি। তারাও টাকার জন্য রাজনীতি করে আমরাও টাকার জন্য রাজনীতি করছি।'

জনসভা, মিছিল-মিটিংয়ে প্রায়ই সহিংস ঘটনা ঘটে। আর সব সময়ই এসব সহিংস ঘটনার শিকার হয় অসহায় দরিদ্র মানুষ। রাজনৈতিক নেতারা অর্থের বিনিময়ে তাদের মিছিলে বা জনসভায় আনেন ঠিকই কিন্তু আর জন্য দায়বদ্ধ থাকেন না। আর দরিদ্র শ্রমিক রিকশা চালকদের পক্ষেও বেশিরভাগ সময় সম্ভব হয় না নেতাদের কথার অবাধ্য হওয়ার।

টাকার বিনিময়ে বহুরূপী